দৈনন্দিনের সহস্রাধিক সুন্নাত

শহীদ শাইখ খালেদ আল হুসাইনান রহ.

দৈনন্দিনের সহস্রাধিক সুন্নাত

শহীদ শাইখ খালেদ আল হুসাইনান রহ.

পরিবেশনায়

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুল্লিাহ, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া আলা আ-লিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া মন তাবিয়াহু বি ইহসানিন ইলা ইয়মিদ্দীন।

আল্লাহ তাআলার মহব্বত (ভলবাসা) পেতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে তাঁর সুন্নাত মাফিক জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ ঃ- 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সুরা আল ইমরান: ৩১)

আমরা প্রতিদিন ১০০০ সুন্নতের উপর আমল করলে, ১ মাসে ৩০০০ সুন্নাতের উপর আমল করা হয়ে যায়। যারা এই সুন্নাত সম্পর্কে জানেনা, অথবা জানে কিন্তু মানেনা, তারা কতইনা অসংখ্য নেকী ও সাওয়াব হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখে। আল্লাহ তাআলা সবাইকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার এবং মানার তাওফিক দান করুন। আমিন!

সুন্নাতের উপর সর্বদা আমল করলে যে উপকার হয়

- ঈমানদার ব্যক্তিকে আল্লাহর মহব্বত লাভের স্তরে পৌঁছে দিবে, যেই স্তরে পৌছলে ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বত লাভ করতে সক্ষম হবে।
- ফরয আমলের ঘাটতি সুন্নাত দ্বারা পূরণ হয়।
- সুন্নাতের উপর আমল করলে বিদআত হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
- সুন্নাতের উপর আমল মানেই আল্লাহ তাআলার নিদর্শনকে সম্মান করা।

যিকরের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (আল আহযাবঃ ৩৫)

হাদীস শরীফে রয়েছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي، و أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إليَّ بشبر تقربت إليه ذراعًا، و إن تقرب إليَّ ذراعًا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولة. (الصحيح البخاري –٧٤٠٥

অথাৎ ঃ- 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনি ধারণা করে তেমনি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরন করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে এর চাইতে উত্তম

সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। আর সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুহাত এগিয়ে আসি এবং সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।'[১]

হাদীস শরীফে রয়েছে,

عن أبي الدرداء، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه و سلم: ألا أنبئكم بخير اعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم رخير لكم من إبفاق الذَّهب و الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقهم أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমলের কথা জানাব না, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অতি পবিত্র, তোমাদের জন্য (ইসলামের মধ্যে) অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, স্বর্ণ-রুপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের (ইসলামের) শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে তাদেরকে কতল (হত্যা) করার চাইতেও অধিক শ্রেষ্ঠ? সাহাবাগণ বললেন ঃ হ্যা, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলার যিকির।'[২]

[১] সহীহ আল-বুখারীঃ ৭৪০৫।

[২] তিরমিযী, ইবন মাযাহ, আহমাদ।

নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার পরের সুন্নাতসমূহ

১। হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের ভাব দূর করা। হাদীস শরীফে আছে:

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليهص وسلم– فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের ভাব দূর করতেন।' -মুসলিম

২। দোআ পাঠ করা:

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থাৎ: সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। আর তাঁর নিকটই আমাদের সকলের পূণরুত্থান হবে। - বুখারী: ৬৩১২

৩। মেসওয়াক করা। হাদীস শরীফে আছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নিদ্রা হতে যখনই জেগে উঠতেন তখনই মেসওয়াক করতেন। -বুখারী: ২৪৫, মুসলিম: ২৫৫

*** ঘুম থেকে জেগে মেসওয়াকের রহস্য:**

১। মেসওয়াকের একটি গুন হল, তা শরীরে উদ্যমতা ফিরিয়ে আনে।

২। মেসওয়াক মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সুন্নাত সমূহ

১। ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ।
২। ইস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে দোআ পাঠ করা-

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الخُبْثِ والخَبَائِث.

অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পুরুষ ও স্ত্রী শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই।' - বুখারী: ৬৩২২, মুসলিম: ৩৭৫

(কেননা, ইস্তেঞ্জাখানা শয়তানদের আবাসস্থান।)

৩। ইস্তেঞ্জাখানা থেকে বের হওয়ার পর দোআ পাঠ করা। দোয়াটি হলো,

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذَى وَ عَافَانِيْ

অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ, আপনার নিকট ক্ষমা চাই। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার যিনি আমার থেকে কষ্ট দুর করেছেন এবং আমাকে ক্ষামা করেছেন। ' আবূ দাউদ: ৩০

ওযুর সুন্নাতসমূহ

১। ওযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা।
২। দু'হাতের কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।
৩। কুলি করা।
৪। নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। হাদীসে আছে,

فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

অর্থাৎ, অতঃপর রাসূল স. তিনবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন। এর পরে তিনবার নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। -বুখারী, মুসলিম।

৫। রোযাদার ব্যতীত অন্যদের জন্য গড়গড়া সহকারে কুলি করা এবং নাকের ভিতরে যথাযথভাবে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

অর্থাৎ: তুমি নাকের ভিতর ভালোভাবে পানি ঢুকিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার কর, তবে তুমি রোযাদার হলে অতিরঞ্জিত করবে না। -নাসায়ী: ৮৭, আবু দাউদ: ২৩৬৬

বিঃ দ্রঃ- المبالغة في المضمضة এর উদ্দেশ্য হল, মুখের ভিতর নিয়ে এমনভাবে নাড়াচড়া করা যাতে মুখের ভিতরের অংশ ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর المبالغة في الإستنشاق এর উদ্দেশ্য হল, নাকের ভিতর দিয়ে খুব ভালভাবে নাক পরিষ্কার করা। অর্থাৎ এমনভাবে নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করানো যাতে নাকের নরম জায়গার শেষ পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়।

৬। মেসওয়াক করা, ওযুর মধ্যে কুলি করার সময় মেসওয়াক করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

অর্থাৎ: আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ার আশঙ্কা না হলে আমি তাদের প্রত্যেক ওযুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। - নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ: ৯৯২৮

৭। মুখ ধোয়ার সময় ঘন দাঁড়িকে হাত দ্বারা খিলাল করা। হাদীস শরীফে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَه.

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার সময় দাঁড়ি খিলাল করতেন। -তিরিমিযী

৮। নিম্নোক্ত নিয়মে মাথা মাসেহ করা সুন্নাত।

মাথার সামনের অংশ হতে মাসেহ শুরু করতঃ মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত নিয়ে আবার পিছন দিক হতে মাসেহ শুরু করে সামনের অংশে গিয়ে মাসেহ শেষ করা। হাদীস শরীফে আছে,

فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا

অর্থাৎ: 'এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার সামনের অংশ হতে মাসেহ শুরু করতঃ পিছনের অংশে গিয়ে মাসেহ করার পর পুনরায় পিছন দিক হতে সামনের অংশে গিয়ে মাসেহ শেষ করলেন।' -বুখরী: ১৯২, মুসলিম: ২৩৫

৯। উভয় হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা। হাদীস শরীফে রয়েছে,

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ

অর্থাৎ: ওযুর প্রত্যেকটি অঙ্গ অতি উত্তম ও যথাযথভাবে ধৌত করে ওযু কর এবং আঙ্গুলসমূহ খিলাল কর। -তিরমিযী: ৭৮৮, নাসায়ী: ৮৭, ইবনে মাযাহ: ৪৪৩

১০। ডান দিক হতে ওযু শুরু করা। অর্থাৎ, হাত-পা ধৌত করার সময় প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত, অনুরূপ প্রথমে ডান পা এর পরে বাম পা ধৌত করা। হাদীস শরীফে এসেছে, আম্মাজান আয়শা -রাযিয়াল্লাহু আনহা- বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ ، وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ.

অর্থাৎ-ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল কাজ ডান দিক দিয়ে শুরু করা পছন্দ করতেন, যেমন, ওযু করা, চুল-দাঁড়ি আঁচড়ানো ও জুতা পরিধান করা ইত্যাদি। -বুখারী: ১৬৮, মুসলিম: ২৬৮

১১। মুখমণ্ডল ও হাত-পা তিনবার করে ধৌত করা।

১২। ওযুর শেষে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করা,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ أَلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

ফজিলত: যে ব্যক্তি ওযু করার পর এই দোয়াটি পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন সে উক্ত আটটি দরজার যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। -মুসলিম: ২৩৪

১৩। বাড়ি হতে ওযু করে মসজিদে যাওয়া। হাদীস শরীফে আছে,

مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি পবত্রিতা অর্জন করে ফরজ নামায আদায় করার জন্য মসজিদের দিকে রওয়ানা হল তার প্রতিটি কদমে একটি একটি করে গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, আরেকটিতে তার জন্য একটি করে দরজা বুলন্দ হবে। -মুসলিম: ৬৬৬

১৪। ওযুর প্রত্যেকটি অঙ্গ পানি দেওয়ার সময় বা পানি দেওয়ার পর ভাল করে ধৌত করা, যাতে অঙ্গের প্রতিটি লোমের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

১৫। ওযুর পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। হাদীস শরীফে এসেছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমুদ (এক ধরণের পরিমাপ, আধারসের পরিমাণ) পরিমাণ পানি দ্বারা ওযু করতেন। -বুখারী: ২০১

১৬। হাত-পা ধোয়ার সময় তার ফরজ সীমার চেয়ে সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত ধৌত করা।

ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ননা করেন যে, তিনি যখন ওযু করেন তখন হাত ধোয়ার সময় বাহুতেও পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অনরূপ যখন পা ধৌত করেন তখন টাখনুর উপরেও পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, আমি এভাবেই রাসূল স. কে ধৌত করতে দেখেছি।

১৭। ওযুর পর দু’রাকাত নামায পড়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আমার দেখানো এই পদ্ধতিতে ওযু করে মনের মধ্যে অন্য কোন কিছুর চিন্তা করা ব্যতীত দুই রাকাত নামায পড়বে, তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। -বুখারী: ১৫৯ ও মুসলিম: ২২৬

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

১৮। إسباغ الوضوء পরিপূর্ণভাবে ওযু বলতে প্রত্যেক অঙ্গকে এমনভাবে ধৌত করা যে, কোথাও যেন সামান্য পরিমাণও শুকনো না থাকে।

একজন মুসলমনের জন্য দৈনিক বহুবার ওযু করার প্রয়োজন হয়। কেউ কেউ দৈনিক পাঁচবার ওযু করে। আবার কেউ কেউ যখন পাঁচওয়াক্ত ছাড়াও চাশতের নামায, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে, তখন তার আরও অনেকবার ওযু করার প্রয়োজন হয়। এভাবে একজন মুসলমান ব্যক্তি বারবার ওযুর মাধ্যমে উপরোক্ত সুন্নাতসমূহ আদায় করলে তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে সওয়াব লেখা হয়।

উত্তমভাবে ওযু করার বহু ফযিলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচে থাকা (সুপ্ত) গুনাহও বের হয়ে যায়। -মুসলিম: ২৪৫

মেসওয়াক সম্পর্কিত জরুরী আলোচনা

একজন মুসলমানের জন্য দিনে রাতে অনেক বারই ওযু করার প্রয়োজন হয়। আর হাদীসের মধ্যে প্রত্যেক ওযুর সময় মেসওয়াকের অনেক তাগিদ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ

অর্থাৎ, ‘আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হওয়ার আশঙ্কা না হলে, তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।’ নাসায়ী, আহমাদ: ৯৯২৮

একজন মুসলমানের দিনে-রাতে অনেক বার মেসওয়াক করতে হয়। এমনকি হিসাব করলে তা বিশবারেরও অধিক হয়। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য, চাশতের নামাযের জন্য, বিতরের নামাযের জন্য, বাড়িতে প্রবেশের পর ইত্যাদি বিভিন্ন সময় ।

সহীহ মুসলিমে বর্ণনা আছে যে, আম্মাজান আয়েশা রাযি. বলেন,

كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

অর্থাৎঃ ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমেই মেসওয়াক করতেন।’ - মুসলিম: ২৫৩

অন্য যেসব সময় মেসওয়াক করতে হয়, সেসব সময় হল, কোরআন তেলাওয়াতের সময়, মুখে দূর্গন্ধ অনুভূত হলে, ঘুম থেকে উঠার পর এবং ওযুর সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ অর্থাৎ, মেসওয়াক হচ্ছে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। -বুখারী, নাসায়ীঃ ৫

মেসওয়াকের ফায়দাঃ

১. বান্দা মেসওয়াকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।
২. মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

জুতা পরিধানের সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا

তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান পায়ে আগে পরিধান করবে, আবার যখন খুলবে, বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে। আর জুতা পরিধান করলে উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে আবার খুলে রাখলে উভয় পায়ের জুতা খুলে রাখবে। শুধু এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাটবে না। -মুসলিমঃ ২০৯৭

একজন মুমিনের জীবনে প্রতিদিন এই সুন্নাতটি বহুবার আদায় করতে হয়। যেমন, মসজিদে যাওয়ার সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়, ইস্তেঞ্জায় যাওয়ার সময়। অনূরূপভাবে বিভিন্ন কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে বহুবার জুতা পরতে ও খুলতে হয়। যখন মুমিন ব্যক্তি সুন্নাত পালনের নিয়তে জুতা পরিধান করে ও খোলে তার জন্য রয়েছে অনেক সওয়াব। এভাবে আমাদের যাবতীয় চলাফেরা সুন্নাত মাফিক হতে পারে।

পোশাক পরিধানের সুন্নাতসমূহ

১। "বিসমিল্লাহ" বলে পোশাক পরিধান করা এবং "বিসমিল্লাহ" বলেই খুলে রাখা। আল্লামা নববী রহ. বলেন, সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব।

২। দোআ পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন পোশাক, চাদর অথবা পাগড়ী পরিধান করতেন তখন বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! এই পোশাকের সমস্ত কল্যাণ আমি আপনার নিকট চাই। আর এই পোশাক যে কল্যাণের জন্য তৈরী হয়েছে, সেসব কল্যাণ আমি আপনার নিকট চাই। আর এই পোশাকের যাবতীয় অকল্যাণ হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং এই পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় অকল্যাণ হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। -আবূ দাউদ

৩। পোশাক পরিধানের সময় ডান দিক থেকে শুরু করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

অর্থাৎঃ যখন তোমরা পোশাক পরিধান বা ওযু করবে প্রথমে ডান দিক হতে শুরু করবে। -আবু দাউদঃ ৪১৪১

৪। যাবতীয় পোশাক খুলে রাখার সময় বাম দিক থেকে খোলা।

ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়ার সময় সুন্নাতসমূহ

আল্লামা নববী রহ.বলেছেন, ঘরে প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা, অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব।

১। ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। হাদীস শরীফে আছে,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ

অর্থাৎ: যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল অতঃপর খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম নিল তখন শয়তান বলে, তোমাদের এখানে রাত কাটানো ও রাতের আহার করার কোন সুযোগই রইল না।" -মুসলিম: ২০১৮

২। ঘরে প্রবেশের সময় এই দোআ পড়া,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট চাই প্রবেশের উত্তম স্থান এবং বের হওয়ার উত্তম স্থান, আল্লাহর নামে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে আমি ঘর থেকে বের হব। আর আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। - আবু দাউদ: ৫০৯৬

এভাবে বান্দা যদি ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়ার সময় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে তাহলে সর্বদাই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক থাকে।

৩। মেসওয়াক করা। রাসূল স. সর্বদা ঘরে ঢুকে প্রথমে মেসওয়াক করতেন।

হাদীসে আছে, كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ. অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে প্রবেশের পর প্রথমে মেসওয়াক করতেন ।

৪। সালাম দেওয়া। আল্লহ তাআলা বলেন :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ

অর্থাৎ: '......অতঃপর তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া।' সূরা আন-নূর: ৬১নং আয়াতাংশ

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন মুসলমান ব্যক্তি মসজিদে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়ের পর তার গৃহে প্রবেশ করে। তখন সে এই পাঁচটি সুন্নাত আদায় করলে প্রতিদিন তার বিশটি সুন্নাত আদায় হয়ে গেল।

৫। ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ

অর্থাৎ: আল্লাহর নামে তাঁর উপর ভরসা করে ঘর থেকে বের হচ্ছি। (কারণ) আল্লাহ ছাড়া আমার কোন উপায় এবং শক্তি নেই।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোআ পাঠ করলে পাঠকারীকে বলা হয়,

هدِيتَ، وَ كُفِيتَ، وَ وُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ.

অর্থাৎ: তুমি সঠিক পথ-নির্দেশনা পেয়েছ। তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হয়েছে। যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পেরেছ। শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। -তিরমিযীঃ ৩৪২৬ , আবু দাউদঃ ৫০৯৫

আমরা দিনে-রাতে বহুবার ঘর থেকে বের হই। কখনো নামাযের জন্য, কখনো বা নিজের কাজে, কখনো ঘরের কাজে। যখনই বের হই তখনই আমরা এই সুন্নাতটি আদায় করলে বিশাল সওয়াব অর্জন করতে পারব।

ঘর থেকে বের হওয়ার উক্ত সুন্নাতটি পালনে ৩টি সুফল রয়েছে ঃ

১। বান্দা এই সুন্নাত আদায় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি পাবে।

২। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অনিষ্টতা, অকল্যাণ ও অহীতকর যাবতীয় বিষয় হতে নিজকে রক্ষা করতে সামর্থ্য হবে। সে অনিষ্টতা মানুষ অথবা জ্বীন যে কারো তরফ হতে আসুক না কেন।

৩। এই সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্তের সন্ধান পাবে।

মসজিদে যাওয়ার সুন্নাতসমূহ

১। নামাযের আযান দেওয়ার পর দেরী না করে আগে আগে মসজিদে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَوْ يَعْلَمِ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

অর্থাৎ: আযান ও প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযিলত যদি মানুষ জানত, এমনকি তা যদি লটারী ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর হত তবুও তারা তা পাওয়ার জন্য লটারীর মাধ্যমে হলেও পাওয়ার চেষ্টা করত। আগে আগে মসজিদে আসার যে ফযিলত তা যদি মানুষ জানত তাহলে তারা তার জন্য প্রতিযোগিতা করত। এশা ও ফজরের নামায জামাতে আদায়ের যে ফযিলত তা যদি মানুষ জানত তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করত -বুখারীঃ ৬৫১, মুসলিমঃ ৪৩৭

২। মসজিদে যাওয়ার সময় এই দোআ পড়া,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ أَمَامِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا. اللَّهُمَّ أَعْطِنِى نُورًا »

অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমার অন্তরে আপনি নূর দান করুন, আমার জিহ্বার মধ্যে নূর দান করুন, আমার কর্ণে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দিন। আমার সামনে ও পিছনে নূর দান করুন। আমার উপরে ও নীচে নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন। - মুসলিমঃ ৭৬৩

৩। প্রশান্ত ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

অর্থাৎ: তোমরা যখন নামাযের একামত শুনবে তখন ধীরস্থিরভাবে প্রশান্তচিত্তে নামাযের দিকে গমন করবে। তাড়াহুড়ো করবে না, যতটুকু জামায়াতের সাথে পাবে, তা পড়ে নিবে। আর যেটুকু ছুটে যাবে তা আদায় করে নিবে। -বুখারী: ৬৩৬

৪। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে, ধীরস্থিরভাবে ও ছোট ছোট কদমে মসজিদে যাওয়া সুন্নাত। এতে কদমের আধিক্যের কারণে সাওয়াবও বেশি হবে ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ

অর্থাৎ: আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলব না, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং মর্যাদা বুলন্দ করে দেবেন? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাসূল স. বললেন, কষ্টের সময় উজু করা, হেটে হেটে অধিক পরিমাণে মসজিদে যাওয়া। -মুসলিম: ২৫১

৫। মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে দুরুদ পাঠ করা, اللهم صَلِّ عَلى محمدٍ অর্থাৎ: হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

তারপর এই দোআ পাঠ করা:

اللهم افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করতে আসে, তখন যেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করে এবং বলে, 'হে আল্লাহ আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।' -ইবনে মাযাহ: ৭৭২, ইবনে হিব্বান: ২০৫০, ইবনে খুযাইমা: ৪৫২

৬। ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।

প্রখ্যাত সাহাবী আনাস বিন মালিক রাযি. হতে বর্ণিত,

من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.

সুন্নাত হল, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে আর যখন তুমি মসজিদ থেকে বের হবে তখন বাম পা দিয়ে বের হবে। -মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৯১

৭। প্রথম কাতারে নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَمِ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا.

অর্থাৎ: আযান ও প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযিলত যদি মানুষ জানত, এমনকি তা যদি লটারী ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর হত তবুও তারা তা পাওয়ার জন্য লটারীর মাধ্যমে হলেও পাওয়ার চেষ্টা করত। -বুখারী, মুসলিম।

৮। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে দুরুদ পাঠ করা. **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ** তারপর এই দোআ পড়া,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ চাই।

৯। মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

১০। তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুইরাকত নামায আদায় করা ব্যতীত বসবে না। -মুসলিম:৭১৪

মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য বারবার যাওয়া আসা করলে প্রতিদিন পঞ্চাশটি সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।

আযানের সুন্নাতসমূহ

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যাদুল মাআ'দ কিতাবে বলেন, আযানের সুন্নাত পাঁচটি।

১। যখন মুয়ায্যিন আযান দেয় তখন তার মতো আযানের বাক্যগুলো বলা। তবে যখন সে حي على الصلاة এবং حي على الفلاح বলবে তার জবাবে, لا حول و لا قوة إلا بالله বলবে।

ফযিলত: রাসূল স. বলেন, যে ব্যক্তি আযানের জবাব দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম

২। আযানের পর এই দোআ পড়া,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

অর্থাৎ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক পেয়ে আর ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।' মুসলিম: ৩৮৬

অন্য এক বর্ণনায় – أشهد এর স্থলে وأنا اشهد উল্লেখ আছে।

যে ব্যক্তি এই সুন্নাত আমলটি করবে তার (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। -মুসলিম: ৩৮৬-মুসলিম: ৩৮৬

৩। আযানের জবাব দেওয়ার পর দুরুদ শরীফ পড়া। তবে দুরুদে ইব্রাহিমী পড়া ভাল। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً،

অর্থাৎ: মুয়ায্যিনের আযান শুনে তোমরাও তার মত করে বল, এরপর আমার উপর দুরুদ পড়। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। -মুসলিম: ৩৮৪

৪। আযানের দোআ পড়া।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। আর তাকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। -বুখারী: ৬১৪

৫। এরপর নিজের জন্য দোআ করবে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ চাইবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার দোআ তখন কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

অর্থাৎ: মুয়াযযিন আযানে যা বলে তুমিও তার অনুরূপ বলবে। এরপর আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। -আবু দাউদ: ৫২৪

প্রতি ওয়াক্ত আযানে পাঁচটি সুন্নাত হলে প্রতিদিন আযানে সর্বমোট পচিশটি সুন্নাত হয়।

ইকামাতের সুন্নাতসমূহ

পূর্বে বর্ণিত আযানের প্রথম ৪টি সুন্নাত ইকামাতের সময়েও সুন্নাত । এভাবে পাঁচওয়াক্ত নামাযের ইকামাতে বিশটি সুন্নাত পাওয়া যায়।

আযান ও ইকামাতের সুন্নাতে এবং তার সওয়াবে পূর্ণতা অর্জনের জন্য নিম্মোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও যত্নবান হওয়া কাম্য।

১। আযান-ইকামাতের সময় কিবলার দিকে মুখ করা।

২। দাড়িয়ে আযান-ইকামাত দেওয়া।

৩। পবিত্র অবস্থায় আযান-ইকামাত দেওয়া। ইকামাতের জন্য পবিত্রতা আবশ্যক। অপবিত্র অবস্থায় ইকামাত দেওয়া যায় না।

৪। আযান-ইকামাতের সময় ওযুভঙ্গের কোন কারণে লিপ্ত না হওয়া। বিশেষ করে ইকামাত এবং নামাযের মধ্যে তাতে লিপ্ত না হওয়া।

৫। الله শব্দটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা।

৬। আযানের সময় উভয় কানে শাহাদাত আঙ্গুল দেওয়া।

৭। উচ্চস্বরে আযান দেওয়া। তার চেয়ে কম আওয়াজে ইকামাত দেওয়া।

৮। আযান ও ইকামাতের মধ্যে কিছু সময় দেরী করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আযান ও ইকামাতের মধ্যে দুই রাকাত নামাযের সময় পরিমাণ দেরী করা। তবে মাগরিবের সময় দেরী না করলেও কোন অসুবিধা নেই।

১০। ইকামাতের সময় মুয়াযযিনের অনুরূপ বলবে। তবে قد قامت الصلاة এর জবাবে لا حول و لا قوة إلا بالله বলবে।

নামাযে সুতরা ব্যবহার করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করবে, সে যেন সামনে সুতরা দিয়ে নামায আদায় করে (অর্থাৎ- নামাযীর সামনে যদি চলাচল করার জায়গা থাকে অথবা মানুষ চলাচল করার সম্ভাবনা থাকে) আর নামাযী ব্যক্তি যেন ঐ সুতরার নিকটবর্তী হয়ে নামাযে দাঁড়ায় এবং তার ও সুতরার মধ্য হতে কাউকে চলাচল করতে না দেয়। - আবূ দাউদ: ৬৯৮

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে সুতরা ব্যবহার করা পুরুষ-মহিলা সবার জন্যই সুন্নাত। চাই সে মসজিদে নামায পড়ুক বা ঘরে পড়ুক।

ইমাম সুতরা ব্যাবহার করলে তা মুক্তাদিদের জন্যও যথেষ্ট হবে। তাদের জন্য আলাদা সুতরার প্রয়োজন নেই।

সব ধরণের নামাযেই আমরা সুতরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, নফল ইত্যাদি। আমরা অনেকেই সুতরা ব্যবহার না করে এই সুন্নাত আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

সুতরা সম্পর্কিত কিছু মাসআলা :

১। কেবলার দিকে কোন আড়াল থাকলে তার দ্বারা সুতরার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। যেমন, দেয়াল, লাঠি, খুটি ইত্যাদি।

২। মুসল্লী আর সুতরার মাঝে তিন হাতের দূরত্বই যথেষ্ট। অর্থাৎ, সেজদার দূরত্ব পরিমাণ দূরে থাকাই যথেষ্ট।

৩। মুক্তাদির জন্য সুতরার প্রয়োজন নেই, বরং ইমাম এবং মুনফারিদ সুতরা ব্যবহার করবে। তাই প্রয়োজনের খাতিরে মুক্তাদির সামনে দিয়ে চলাচল করা যাবে।

সুতরা ব্যবহারের ফায়দা

১। সুতরা দ্বারা নামাযের সুরক্ষা হয়। কারণ, নামাযের সামনে দিয়ে কেউ চলাচল করলে একাগ্রতা নষ্ট হয় এবং ত্রুটিযুক্ত হয়।

২। নামাযী ব্যক্তির দৃষ্টিসীমা সুতরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে করে নামাযের দিকেই বেশী মনোনিবেশ হয় এবং অন্যদিকে মন উড়ে বেড়ায় না।

৩। চলাচলকারীর জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং সে মস্তবড় গুনাহ হতে রক্ষা পায়।

দৈনন্দিন সুন্নাত ও নফল নামজসমূহ

১। ফরয নামাযের আগে ও পরে বার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلاَّ بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنّةِ. أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنّةِ".

অর্থাৎ: যদি কোন মুসলমান বান্দা প্রতিদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ফরয ব্যতীত বার রাকাত নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ী তৈরী করে দিবেন। - মুসলিম: ৭২৮

সুন্নাতগুলো হল: যোহরের আগে চার রাকাত, যোহরের পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত, ফজরের আগে দুই রাকাত।

২। সালাতুদ্ দোহা صلاة الضحى বা চাশতের নামায:

মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে প্রতিদিনই প্রত্যেকটি জোড়ার পক্ষ হতে সদকা করার নির্দেশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।সাথে সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, সালাতুদ্ দোহা নামাযে ৩৬০টি সদকা করার সমান সওয়াব রয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে শরীরের এসব জোড়াসমূহের জন্য আল্লাহর শোকরও আদায় হয়ে যাবে।

মুসলিম শরীফে আছে , হযরত আবূ যার গিফারী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন,

"يُصْبِحُ عَلَىَ كُلِّ سُلاَمَىَ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. فَكُلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجزِئُ، مِنْ ذَلِكَ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضّحَىَ".

অর্থাৎ: তেমোদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার জন্য প্রতিদিন সদকা করবে।এই সদকা আদায়ের জন্য তোমাদের প্রতিটি তাসবিহই সদকা হিসেবে গন্য করা হবে। প্রতিটি ভাল কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ সদকা হিসেবে গন্য করা হবে। তবে দুই রাকাত সলাতুদ দোহা সবগুলো সদকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। -মুসলিম: ৭২০

অনুরূপ আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أَوْصَانِى خَلِيلِى –صلى الله عليه وسلم– بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

অর্থাৎ: আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। ১. প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখবে। ২. দুই রাকাত সালাতুদ দোহা আদায় করবে। ৩. ঘুমের পূর্বে বিতরের নামায আদায় করবে। -বুখারী:১১৭৮, মুসলিম: ৭২১

বিঃ দ্রঃ- সালাতুদ দোহার (চশতের নামায) সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের ১৫মিনিট পর হতে। আর শেষ সময় যোহরের ১৫মিনিট আগ পর্যন্ত। সূর্যের তাপ যখন প্রখড় হয় তখন এ নামাযটি পড়া বেশী উত্তম। এ নামাযের পরিমাণ সর্বনিম্ন দুই রাকাত আর সর্বোচ্চ আট রাকাত। অন্য এক বর্ণনা অনুপাতে এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই।

২। যোহরের আগে চার রাকাত এবং যোহরের পরে দুই রাকাত সুন্নাত।

৩। আছরের নামাযের ফরযের আগে চার রাকাত সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

অর্থাৎ: আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন! যে আছরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়ে। - আবু দাউদ: ১২৭১, তিরমিযী: ৪৩০

৪। এশার (ফরযের) আগে চার রাকাত সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ – قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ فِى الثَّالِثَةِ – لِمَنْ شَاءَ

অর্থাৎ: প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়। এ কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার বললেন। তিনি তৃতীয় বারে বলেন, لمن شاء যদি ইচ্ছা হয়। - বুখারী: ৬২৪ ও মুসলিম: ৮৩৮

আল্লামা নববী রহ. বলেন দুই আযান বলতে, আযান ও ইকামাত বুঝানো হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের সুন্নাতসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

অর্থাৎ: রমযানের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে মুহার্‌রম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বেত্তম নামায হল রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদ নামায। -মুসলিম: ১১৬৩

১। বিতরের নামাযসহ রাতের নফলের সর্বোত্তম সংখ্যা ১১ রাকাত অথবা ১৩ রাকাআত। দীর্ঘ কেরাত ও রুকু-সেজদা সহকারে এই নামায আদায় করা ভাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই আমল করতেন। আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ১১রাকাত পড়তেন। এমনই ছিল তাঁর নামায। -বুখারী: ৯৯৪

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাতের নফল নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ রাকাত পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় আছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

অর্থাৎ:, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ১৩ রাকাত নামায পড়তেন। -বুখারী: ১১৭০

২। সুন্নাত হলো, রাতের নফল আদায়ের জন্য ঘুম হতে জেগে প্রথমে মিসওয়াক করা এবং সুরা আলে ইমরানের ১৯০নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করা।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দোআ পাঠ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে, আপনিই এসব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে আপনি এসব কিছুর আলো (জ্যোতি)। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মাঝে আছে আপনিই এ সব কিছুর মালিক। আপনি সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য। - বুখারী: ১১২০, মুসলিম: ৭৬৯

৪। রাতের নফল নামায প্রথমে দুই রাকাত ছোট কেরাতে আদায় করা, যাতে বেশি করে নফল নামায পড়ার আগ্রহ ও স্পৃহা জাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ রাতে নফল নামায আদায় করতে উঠলে সে যেন প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায দ্বারা শুরু করে। - মুসলিম: ৭৬৮

৫। প্রথমে এই দোয়াটি পড়া ।

اللهم رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ إِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّموات وَ الأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَ الشَّهادةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْما كانُوا فِيه يَختَلِفُون، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْه من الحَقِّ بإِذْنِكَ إِنَّكَ أنتَ تَهْدِي منْ تَشَاءُ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জীবরীল, মীকাঈল ও ঈসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন-প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞাত সত্তা! আপনি আপনার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফয়সালা করে দিন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত। যে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে সে বিষয়ে আপনার অনুগ্রহে আমাদেরকে সত্যের সন্ধান দিন। আপনি-ই যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা দান করেন। -আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

৬। দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে রাতের নফল নামায আদায় করা সুন্নাত।

سُئِلَ رَسُلُ الله صلَّى الله عَليه و سَلَّمَ: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قال: طُولُ القُنُوتِ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম নামায কোনটি? তিনি বললেন, যে নামায দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে আদায় করা হয়। -মুসলিম: ৭৫৬

৭। যেসব আয়াতে আযাবের বর্ণনা রয়েছে সেসব আয়াত তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট আযাব হতে পানাহ চাওয়া সুন্নাত। তখন আশ্রয় চেয়ে বলবে, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ. অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে আল্লাহর আযাব হতে আশ্রয় চাই।

আর রহমতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমত প্রার্থনা করে বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ চাই।

আর যেসব আয়াতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে সেসব আয়াত তেলাওয়াতের সময় সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে।

يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ

অর্থাৎ: কোরআন পাঠ করবে ধীরস্থিরভাবে। যেসব আয়াতে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব আয়াত তেলাওয়াতের সময় "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করবে। যেসব আয়াতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনার বর্ণনা রয়েছে সেসব আয়াত তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আর যেসব আয়াতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার বর্ণনা রয়েছে সেগুলো তেলাওয়াতের সময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। -মুসলিম: ৭৭২

বিতরের নামাযের সুন্নাতসমূহ

১। তিন রাকাআত বিতরের নামায আদায়ে কেরাতের মধ্যে সুন্নাত হল প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর সূরা আল আ'লা- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন قُلْ يا أَيُّها الكافِرُونَ এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ- قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ পাঠ করবে। -আবূ দাউদ, তিরমিযী

২। বিতরের নামায হতে সালাম ফিরিয়ে তিনবার سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْسِ বলা সুন্নাত। -আবূ দাউদ: ১৪৩০

৩। سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْسِ এর সাথে স্পষ্ট ও দীর্ঘ আওয়াজে বলবে, رَبُّ المَلائِكَةِ و الرُّوحِ. । -সুনানে দারাকুতনী

এই অতিরিক্ত অংশ বলবে অতি প্রকাশ্য ও লম্বা করে। শায়খ আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -আবূ দাউদ, নাসায়ী

ফজরের নামাযের সুন্নাতসমূহ

ফজরের নামাযের কয়েকটি বিশেষ সুন্নাত রয়েছে।

১। সংক্ষেপে দু'রাকাত ফজরের সুন্নাত পড়া:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। -বুখারী: ৬১৯ ও মুসলিম: ৭২৩

২। নামাযের ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে কোন আয়াত পাঠ করা সুন্নাত এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়।

এক বর্ণনায় আছে,

كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما:{قُولُوا آمَنَّا بالله وَ مَا أُنزِلَ إلَيْنَا} (البقرة: ١٣٦) الآية التي في البقرة، و في الآخرة منهما: {آمَنَّا بالله وَاَشْهدْ بأَنَّا مسلِمون} (آلعمران:٥٢)

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার **১৩৬**নং আয়াত পড়তেন। আর শেষ রাকাতে পড়তেন সূরা আল ইমরানের ৫২নং আয়াত। -মুসলিম: ৭২৭

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাকাতে সূরা আলে ইমরানের ৬৮নং আয়াত পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ফজরের সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন। -মুসলিম: ৭২৬

৩। ফজরের সুন্নাতের পর কিছু সময় ডান কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া সুন্নাত।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর ডান কাত হয়ে শুয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন। -বুখারী: **১১৬০**

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি ফজরের সুন্নাত আদায় করার পর কয়েক মিনিটের জন্য হলেও ডান কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে এই সুন্নাতটি আদায় করতে পারেন।

ফজরের নামাযের পর নামাযের জায়গায় অপেক্ষা করা

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

أن النبي صلى الله عليه و سلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِى مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পর সূর্য পরিপূর্ণভাবে উঠার আগ পর্যন্ত আপন স্থানে বসে থাকতেন। -মুসলিম: ৬৭০

নামাযে পঠনীয় সুন্নাতসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়া।

سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি কতইনা পবিত্র! আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার প্রতিপত্তি মহান, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নাই। -মুসলিম:৩৯৯

অথবা, এই দোআ পড়বে,

اللهم بَاعِدْ بيني و بَيْنَ خَطَايايَ كَما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ و المَغْرِبِ، اللهم نَقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّ الثوْبُ الأبْيَضُ من الدَّنَسِ، اللهم اغْسِلْنِي من خطَايَايَ بالثلج و المَاء والبرْدِ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেমনি দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করে দিন।' - বুখারীঃ ৭৪৪, মুসলিমঃ ৫৯৮

২। সূরা পাঠের আগে أعُوْذُ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم পড়া।

৩। অতঃপর بسم الله الرحمن الرحيم পড়া।

৪। সূরা ফাতিহার পর আ-মী-ন (آمين) বলা।

৫। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ربنا لك الحمد বলার পর নিম্নোক্ত দোআটি পড়া।

مِلْءِ السَّموات والأرضِ، و مِلْءِ ما شِئْتَ من شَيْءٍ بعدُ، أهْلَ الثَّناءِ و المَجدِ، أحقُّ ما قال العَبْدُ، و كُلُّنا لك عَبْدٌ، اللهم لا مانعَ لِمَا أعْطَضيْتَ، و لا معطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، و لا يَنْفَعُ ذَا الجدِّ منك الجَدُّ.

অর্থাৎঃ- ইয়া আল্লাহ ! আপনার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আসমান ও যমীন পূর্ণ করে দেয় এবং যা এ দুই এর মধ্যবর্তী খালি স্থানকে পূর্ণ করে দেয় এবং এইগুলি ব্যতীত আপনি অন্য যা কিছু চান তা পূর্ণ করে দেয়। প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ! বান্দা যা প্রশংসা করে আপনি তার চেয়েও বেশী প্রশংসার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দান করার কেউ নেই। আর কোন প্রভাবশালীর প্রভাব আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারেনা। -মুসলিমঃ ৪৭৭

৬। রুকু এবং সিজদার তাসবিহ একাধিক বার পাঠ করা।

৭। দুই সেজদার মাঝখানে বসে رب اغفرلي একাধিকবার পাঠ করা।

৮। শেষ বৈঠকে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা।

اللهم إني أعُوذُ بكَ من عَذَابِ جَهَنَّمَ، و مِنْ عَذَبِ القَبْرِ، و منْ فِتْنَةِ المَحْيا و المَمَات، و مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدجَّالِ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর কঠিন পরীক্ষা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে। -বুখারী, মুসলিমঃ ৫৮৮

* সিজদার তাসবীহের সাথে অন্যান্য দোআ করা মুস্তাহাব, যেহেতু হাদীসে রয়েছেঃ

أقْرَبُ ما يكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّه، و هُوَ ساجِدٌ، فَأكْثِرُوا الدُّعَاء.

অর্থাৎ: সিজদারত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার খুবই কাছে অবস্থান করে। অতএব, সেসময় আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে দোআ কর। -মুসলিম: ৪৮২

এ ছাড়া অন্যান্য দোয়াও পড়া। উক্ত দোয়াগুলো সংগ্রহ করার জন্য আল্লামা কাহতানী প্রণীত 'হিস্‌নুল মুসলিম' নামক ছোট কিতাবটি দেখা যেতে পারে। (এটিকে বাংলাসহ বিভিন্ন ভষায় অনুবাদ করা হয়েছে।) এভাবে পাঁচওয়াক্ত ফরজ নামাযের সর্বমোট ১৭রাকাতে পঠনিক সুন্নাতগুলোর পরিমাণ দাড়ায় ১৩৬টিতে, যদি প্রতি রাকাতে ৮টি করে সুন্নাত ধরা হয়। দিনে ও রাতে ২৫ রাকাত নফল নামাযের মধ্যে ১৭৫টি সুন্নাত রয়েছে। কখনো কখনো এই সুন্নাতের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। যেমন, তাহাজ্জুদের নামাযের এবং চাশতের নামাযের সুন্নাতসমূহ। আর মুখে পাঠ করার এমন সুন্নাতও রয়েছে যেগুলো শুধু মাত্র একবারই নামাযে পাঠ করতে হয়। সে গুলো হলো, নামাযে হাত বাঁধার পর যে দোআ পড়া হয় এবং তাশাহহুদ অর্থাৎ "আত্তাহিয়্যাতু"এর পরে যেসকল দোআ পাঠ করার কথা হাদীসে রয়েছে। এ গুলো পড়াও সুন্নাত। এভাবে যেকোন ১টি ফরজ নামাযে মুখে পাঠ করার ১০টি সুন্নাত রয়েছে।

নামাযে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুন্নাতসমূহ

অর্থাৎ: যেসব সুন্নাত শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করতে হয়, সেগুলো হল:

১। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দু'হাত উপরের দিকে উঠানো।

২। দু'হাত উত্তোলনের সময় নামানোর সময় হাতের আঙ্গুলগুলো পরষ্পর মিলিয়ে রাখা।

৩। তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে হাতের তালুকে কিবলামুখি করা।

৪। দু'হাতের আঙ্গুল গুলোকে দু'কাঁধ বরাবর বা দু'কানের লতি বরাবর উপরে উঠানো।

৫। হাত বাধার সময় ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখা অথবা ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জিকে আঁকড়ে ধরা।

৬। সিজদার স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকা।

৭। দাড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক রাখা।

৮। বিশুদ্ধভাবে তাজবীদের সাথে কোরআন পাঠ করা এবং কোরআনের আয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করা।

রুকুর সুন্নাতসমূহ

১। রুকুতে হাতের আঙ্গুল ফাঁকা ফাঁকা রেখে হাঁটুকে ধরে রাখা।

২। রুকুতে পিঠ আগাগোড়া সমান রাখা।

৩। রুকুতে মাথা ও পিঠ সমান রাখা।

৪। উভয় বাহুকে শরীর থেকে আলাদা রাখা।

সিজদার সুন্নাতসমূহ

১। সিজদায় উভয় বাহুকে শরীর থেকে আলাদা করে রাখা।

২। পেটের দুই পাশ রান থেকে আলাদা রাখা।

৩। রান পায়ের নালা থেকে আলাদা রাখা।

৪। সিজদায় এক হাটুকে অন্য হাটু থেকে আলাদা রাখা।

৫। উভয় পা খাড়া করে রাখা।

৬। উভয় পায়ের আঙ্গুল মাটির উপর রাখা।

৭। সিজদারত অবস্থায় উভয় পা মিলিয়ে রাখা।

৮। সিজদায় দু'হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর রাখা।

৯। সিজদায় দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলোকে বিছিয়ে রাখা।

১০। হাতের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখা।

১১। আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখি করে রাখা।

সিজদায় উপরোক্ত কাজগুলো করা সুন্নাত।

দুই সিজদার মাঝখানের সুন্নাত

দুই সিজদার মধ্যখানে দুই ত্বরীকার এক তরীকায় বসা।

ক. ইকআ'- অর্থাৎ, দু'পাকে খাড়া রেখে পায়ের গোড়ালির উপর বসা।

খ. ইফতিরাশ- অর্থাৎ, ডান পাকে খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

শেষ বৈঠকের সুন্নাতসমূহ

১। ডান হাতকে ডান রানের উপর এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর রাখা এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাতের তালু এবং আঙ্গুলকে প্রশস্ত করে রাখা।

২। তাশাহ্হুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা।

৩। সালাম ফিরানোর সময় ডানে-বামে তাকানো ।

নামাযে প্রতি রাকাতে আদায় করতে হয় এমন সুন্নাত ২৫ টি। সব সুন্নাতগুলো যোগ করলে ফরজ নামাযে মোট সুন্নাতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৫টি। আর ২৫ রাকাত নফলের মধ্যে সুন্নাতের সর্বমোট সংখ্যা হবে ৬২৫টি। অনেক আমলকারী ব্যক্তি চাশত ও তাহাজ্জুদের রাকাত বেশি সংখ্যক আদায় করে থাকেন। এভাবে অধিক পরিমাণে নামায পড়লে সুন্নাতের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

ফরয নামাযের পর মাসনূন দোআসমূহ

১। তিন বার أستغفر الله পড়া। তারপর এই দোআ পড়া,

اللهم أنت السلام و منك السلام، تباركت يا ذا الجلال و الإكرام

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়, আর আপনার নিকট হতেই শান্তির আগমন, আপনি কল্যাণময়, হে মহামহিম ও মর্যাদাবান!

২। ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থাৎ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা

রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকরার কেউ নেই। আর কোন প্রভাবশালীর প্রভাব আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না বরং আপনিই একমাত্র দাতা। -বুখারী:৮৪৪, মুসলিম: ৫৯৩

৩। ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত দোআটি পড়া:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থাৎ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তারই, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও (তাঁর আদেশ) আদায় করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আমরা তাঁর ইবাদত ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর কাছেই সমস্ত নিয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান-মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আমরা তাঁর জন্যই একনিষ্ঠভাবে (তাঁর দেওয়া) বিধানসমূহ আদায় করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। -মুসলিম: ৫৯৪

৪। ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত তাসবীহগুলো পাঠ করা।

সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, এরপর

لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلكُ ولَه الحَمدُ وهُو عَلى كُل شيءٍ قَدير

একবার পড়বে। -মুসলিম:৫৯৪

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়বে:

اللهم أعِنِّى علَى ذِكْرِكَ، و شُكْرِكَ، و حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমাকে আপনার যিকির, আপনার শোকর এবং সুন্দরভাবে ইবাদত করার শক্তি দান করুন। -আবু দাউদ:১৫২২, নাসায়ী

৬। ফরয নামাযের পর পড়বে:

اللهم إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، و أعُوذُ بِكَ أنْ اُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، و أعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدنيا، و أعُوذُ بِكَ من عَذَابِ القَبْرِ،

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা (কাপুরুষতা) থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই নিষ্কর্মা (অত্যধিক দুর্বল) বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুনিয়াবী যাবতীয় ফিতনা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। -বুখারী: ২৮২২

৭। ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের দিকে ফিরে এই দোয়া পড়তেন:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! যেদিন আপনার বান্দাদিগকে কবর থেকে উঠাবেন, তখন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন।

এই হাদীসটি মুসলিম শরীফের মধ্যে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বারা ইবনুল আযিব রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে নামায আদায় করার সময় কাতারের ডানদিকে দাঁড়াতে ভালবাসতাম, যাতে (নামাযের পর তিনি যখন আমাদের দিকে ফিরে ডান দিকে মুখ করে বসবেন তখন) আমরা তাঁকে ভালভাবে দেখতে পারি। (তিনি যখন নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন তখন আমরা) رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. বলতে শুনেছি। -মুসলিম: ৭০৯

৮। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়বে:

১বার সূরা এখলাস, ১বার সূরা ফালাক, ১বার সূরা নাস পাঠ করবে। তবে ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর এই ৩টি সূরার প্রত্যেকটি ৩বার করে পড়বে।

৯। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। বাকারা: ২৫৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أنْ يموت.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল করসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকবে না। -নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা: ৯৮৪৮

১০। এই দোআটি ফজর ও মাগরিবের পরে ১০বার করে পড়বে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَرْكَ له، لَه الْمُلْكُ و له الحَمْدُ، يُحْيِيْ و يُمِيتُ و هُو على كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। -তিরমিযী: ৩৫৩৪

১১। উপরে বর্ণিত তাসবীহসমূহ হাতের আঙ্গুলে পড়া। অন্য এক হাদীসে রয়েছে, ডান হাতে গুণে পড়া উত্তম।

১২। তাসবীহগুলো নামাযের স্থানে বসে পড়া। কোন প্রয়োজন ব্যতীত নামাযের স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র আদায় করবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসবীহ পাঠের সময় তাঁর নামাযের জায়গা ত্যাগ করতেন না।

এভাবে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর প্রায় ৫৫টি সুন্নাত রয়েছে। আর ফজর ও মাগরিবে তো আরো অধিক হতে পারে।

উপরোক্ত সুন্নাতসমূহ আদায়ের ফযিলাত

১। যদি কোন মুসলিম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর উপরোক্ত তাসবীহগুলো পড়ে, তার জন্য ৫০০ সদকার সাওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، ....

অর্থাৎ: প্রতিবার 'সুবহানাল্লাহ' এর বিনিময় একটি সদকার সাওয়াব, তদ্রুপ প্রতিবার 'আলহামদুলিল্লাহ' এর বিনিময় একটি সদকার সাওয়াব, আর প্রতিবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর বিনিময় একটি সদকার সাওয়াব রয়েছে..........। -মুসলিম: ১০০৬

এভাবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ১০০ বার করে পড়লে পাঁচশত সদকার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।

২। এই তাসবীহসমূহ পাঠকারীর জন্য জান্নাতে ৫০০ গাছ রোপণ করা হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আবূ হুরায়রা রাযি. গাছ লাগাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ হুরায়রা রাযি. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন: হে আবু হুরায়রা! আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি জানিয়ে দিব না? আবু হুরায়রা রাযি. বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অবশ্যই জানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বল, سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، وَ لَا إِلَه إلا اللهُ، و اللهُ أَكْبَرُ বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশতে একটি করে গাছ রোপন করা হবে। -ইবনে মাযাহ: ৩৮০৭

৩। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।

৪। যে ব্যক্তি উপরোক্ত তাসবীহসমূহ নিয়মিত পাঠ করবে, তার (সগীরা) গুনাহ যদি সাগরের ফেনারাশির মতও হয়, তবুও আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। -মুসলিম

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উপরোক্ত যিকিরসমূহ নিয়মিত আমলকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে নিরাপদ থাকবে। রাসূল স. বলেন,

مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً ،
وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً

অর্থাৎ, কিছু সঞ্চিত তাসবীহ আছে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যারা সেগুলো পাঠ করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো ক্ষতিগ্রস্থ এবং বঞ্চিত হবে না। সেগুলো হল, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার । -মুসলিম:৫৯৬

৬। ফরয ইবাদতে কোন ক্রটি বা ঘাটতি থাকলে উপরোক্ত যিকিরসমূহ দ্বারা তা পুরণ করে দেওয়া হবে।

সকাল-সন্ধ্যার যিকিরসমূহ

১। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।

যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন-শয়তানের কবল হতে সে হেফাজতে থাকবে। আর যদি সন্ধ্যায় পড়ে, সকাল পর্যন্ত সে জ্বীন-শয়তানের কবল হতে হেফাজতে থাকবে। -নাসায়ী

২। সকাল-সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ৩বার, সূরা ফালাক্ব ৩বার, সূরা নাস ৩বার করে পড়বে সে যাবতীয় অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে। -আবু দাউদঃ হাদীস নং-৫০৫৬

৩। এবং নিম্নের দোয়াটি সকালে পড়বেঃ

اصْبَحْنا و أَصْبَحَ الْمُلْكُ لله، و الحَمْدُ لله لا إِلَهَ إلا الله، وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَهُ الْمُلْكُ و لهُ الحَمْدُ و هُوَ على كل شَيْءٍ قدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما فِي هذا اليوم و خَيْرَ ما بَعْدَه، و أَعُوْذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما في هذا اليوم و شرِّ ما بَعْده، رَبِّ أعُوذُ بكَ من الكَسَلِ و سُوءِ الكِبَرِ، رب أعُوذُ بكَ من عَذَاب فِي النارِ و عَذَابٍ فِي القَبْرِ.

অর্থাৎ, সকাল হল আমাদের জীবনে, আমরা ও সকল বিশ্বরাজ্যের সবকিছু আল্লাহর জন্য দিনের মাঝে প্রবেশ করলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এই দিনের এবং এই দিনের পরবর্তী সকল কল্যাণ ও মঙ্গল। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এই দিনের এবং এই দিনের পরবর্তী সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল হতে। হে আমার প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি অলসতা ও বার্ধক্যের দুঃসাধ্য কষ্ট থেকে। হে আমার প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে।

আর সন্ধ্যায় পড়বেঃ

أَمْسَيْنَا و أَمْسَى الْمُلْكُ لله، و الحَمْدُ لله لا إِلَهَ إلا الله، وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَهُ الْمُلْكُ و لهُ الحَمْدُ و هُوَ على كل شَيْءٍ قدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما فِي هذه اللَيْلَةِ و خَيْرَ ما بَعْدَها، و أَعُوْذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما فِي هذه اللَيْلَةِ و شرِّ ما بَعْدها، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ من الكَسَلِ و سُوءِ الكِبَرِ، رب أَعُوذُ بِكَ من عَذَاب فِي النارِ و عَذَابٍ فِي القَبْرِ.

অর্থাৎঃ সন্ধ্যা হল আমাদের জীবনে, আমরা ও সকল বিশ্বরাজ্যের সবকিছু আল্লাহর জন্য রাতের মাঝে প্রবেশ করলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ তআলার। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে চাচ্ছি এই রাতের এবং এই রাতের পরবর্তী সকল কল্যাণ ও মঙ্গল। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এই রাতের এবং এই রাতের পরবর্তী সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল হতে। হে আমার প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি অলসতা ও বার্ধক্যের দুঃসাধ্য কষ্ট থেকে। হে আমার প্রভু! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে। -মুসলিমঃ ২৭২৩

৪। এবং সকালে পড়বেঃ

اللهم بِكَ اَصْبَحْنا، وَ بِكَ أَمْسَيْنا، و بِكَ نَحْيا، وَ بِكَ نَمُوتُ، و إِلَيْكَ النُشُورُ.

অর্থাৎ: 'হে আল্লাহ, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সকাল হয়েছে, এবং আপনার অনুগ্রহে আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, আপনার করুণায়ই জীবন লাভ করি এবং আপনার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর কিয়ামত দিবসে আপনার কাছেই পুনরুত্থিত হবো। -আবু দাউদ: ৫০৬৮

সন্ধ্যায় পড়বে:

اللهم بِكَ أَمْسَيْنا و بِكَ أَصْبَحْنا، و بِكَ نَحْيا، و بِكَ نَمُوتُ، و إِلَيْكَ المصير.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনার অনুগ্রহে আমাদের সন্ধ্যা হয়েছে, এবং আপনার অনুগ্রহে আমাদের সকাল হবে, আপনার করুণায়ই জীবন লাভ করি এবং আপনার ইচ্ছায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো। তিরমিযী: ৩৩৯১

৫। নিম্নের দোআটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে:

اللهم أَنْتَ رَبِي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي و أَنَا عَبْدُك، و أَنَا عَلَى عَهْدِكَ و وَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ (মা'বুদ) নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা এবং যথাসাধ্য আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর থাকব। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার নেয়ামত স্বীকার করছি এবং আপনার দরবারে আমার গুনাহের স্বীকারোক্তিও দিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ছাড়া পাপ মোচন করার কেউ নেই। -বুখারী: ৬৩০৬

এটিকে 'সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার' বলে।

সওয়াব ও ফযিলত:

وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই ইস্তেগফার সাওয়াবের আশায়, দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় একবার করে পাঠ করবে, যদি সকালে পাঠ করার পর দিনের বেলায় তার মৃত্যু হয় অথবা সন্ধ্যায় পাঠ করার পর রাতে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । -বুখারী: হাদীস নং-৫৯৪৭

৬। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় চার বার করে পাঠ করবে:

اللهم إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُك وأشهد حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَ مَلَائِكَتِكَ و جَمِيْعَ خَلْقِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَه إلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، و أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ و رَسُولُكَ.

আর সন্ধ্যার সময় 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আমছাইতু উশহিদুকা'....হতে.......ওয়া রাসূলুকা' পর্যন্ত বলবে। অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে (রাত অতিক্রম করে) আমি সকালে উপনীত হয়েছি, আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আপনার আরশ বহনকারীগণ, ফেরেশতাকুল এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নাই । আপনি এক, আপনার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মদ স. আপনার বান্দা ও রাসূল। -আবু দাউদ: ৫০৭৮

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِى أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

সাওয়াব ও ফযিলত: যে ব্যক্তি এই দোআটি একবার পাঠ করবে তার এক চতুর্থাংশ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। যে দুইবার পড়বে তার অর্ধেক ক্ষমা করে দিবেন। যে তিনবার পড়ব তার তিন চতুর্থাংশ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে চার বার পড়বে তাকে পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

৭। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে:

اللهم ما أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমার সাথে যে নেয়ামত সকালে উপনীত হয়েছে বা আপনার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, এর সবই এককভাবে আপনার পক্ষ হতে। আপনার কোন শরীক নাই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসামাত্রই আপনার জন্য। - নাসায়ী

আর সন্ধ্যার সময়ঃ ما اصبح بي، এর পরিবর্তে 'ما امسى بي' বলবে।

সওয়াব ও ফযিলত:

যে ব্যাক্তি এই দোআ সকালে একবার পাঠ করবে তার ঐ দিনের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যায় একবার পাঠ করলে ঐ রাতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে। -আবু দাউদ: ৫০৭৩

৮। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পাঠ করবে:

اللهم عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللهم عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللهم عَافِنِي فِي بَصَرِي، لا إله إلا أَنْتَ، اللهم إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ، و الفَقْرِ، اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من عَذَابِ القَبْرِ، لا إله إلا أَنْتَ.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শারীরিক ভাবে পুর্ণ সুস্থতা দান করুন, আমার শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে পূর্ণ সুস্থ রাখুন। আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ (মাবুদ) নাই। হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দারিদ্রতা হতে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন সত্যি ইলাহ (মাবুদ)নাই। আবু দাউদ: ৫০৯০, আহমাদ: ২০৪৩০

৯। নিম্নের দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবেন,

حَسْبِي الله لا إله إلا هُو، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيْمِ.

অর্থাৎ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তার উপর ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

এই যিকিরটি সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করা।

ফযিলত: আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা হতে রক্ষা করবেন। -ইবনুস্‌সুন্নী

১০। সাহাবী ইবনে উমর রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ নিচের দোয়াটি সর্বদা সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করতেন ঃ

اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ و العَافِيَةَ فِي الدُّنيا و الآخِرَة، اللهم أَسْأَلُكَ العَفْوَ و العَافِيَةَ فِي دِينِي و دُنْيايَ و أَهْلِي و مَالِي، اللهم استُرْ عَوْرَاتِي، و آمِنْ رَوْعَاتِي، و احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، و مِنْ خَلْفِي، و عَنْ يَمِيْنِي، و عَنْ شِمَالِي، و مِنْ فَوقِي، و أَعُوذُ بعظمتك أَنْ أُغْتَالَ من تَحْتِي.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি আমার গুনাহ মাফ চাই এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় রোগব্যাধি ও বিপদাপদ হতে আমাকে নিরাপদে রাখুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার দ্বীন, দুনিয়া পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা চাই। আর আমি আপনারর নিকট চাই বিপদাপদমুক্ত জীবন। হে আল্লাহ! আমার দোষক্রুটি গোপন রাখুন এবং আমাকে ভয়ভীতি হতে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, পিছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আমি আমার পায়ের নিচের দিক হতে হঠাৎ (মাটি ধসে বা অন্য কোনভাবে) মৃত্যুবরণ হতে আপনার মহত্বের ওসিলা দিয়ে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। -আবু দাউদ: ৫০৭৪, ইবনে মাজাহ: ৩৮৭১

১১। সকাল ও সন্ধ্যায় এই দোআ পড়বে,

اللهم عَالِمَ الغَيْب و الشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ و الأَرْضِ أشهد أن لا إِلَهَ إلا أَنْتَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ و مَلِيْكَه، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، و مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ و شِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আপনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, আপনি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা। আপনি সকল কিছুর প্রতিপালক, সবকিছুরই মালিক, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিজের উপর ক্ষতিকর কিছুর অনিষ্টতা থেকে এবং শয়তান ও তার সহযোগীদের অনিষ্টতা থেকে এবং নিজের উপর ক্ষতিকর কোন কিছু প্রয়োগ করা থেকে এবং কোন মুসলমানকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপণ থেকে। আবু দাউদ, তিরমিযী।

১২। নিম্নের দোআ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে:

بسم الله الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ، وَ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর নামে (দিন অথবা রাত্র শুরু করছি) যার নামের গুণের কারণে আসমান এবং যমীনের কোন কিছু কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ফযিলত:

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِي أَوَّلِ لَيْلَتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই দেআ সকালে তিন বার ও বিকলে তিন বার পাঠ করবে, দুনিয়ার কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। -আবু দাউদ: ৫০৮৮

১৩। এই দোআটি সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পাঠ করবে:

رَضِيْتُ بالله رَبًّا، و بالإِسْلَامِ دِيْنًا، و بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه و سلَّمَ نَبِيًّا.

অর্থাৎ: আমি আল্লাহকে প্রতিপালক এবং ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হলাম।

ফযিলত: যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার এই দোআ পড়বে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করে দিবেন। -আবু দাউদ

১৪। এই দোআ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে:

يَا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّه، و لا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ,

অর্থাৎঃ- হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! আপনার রহমতের উসিলা দিয়ে ফরিয়াদ করছি যে, আপনি আমার সব কিছু পরিশুদ্ধ করে দিন এবং এক পলকের জন্যও আমার দায়িত্ব আমার নিজের উপর ছেড়ে দিবেন না।

১৫। অথবা, নিম্নের দোআ সকালে পাঠ করবে:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإسلامِ، و كَلِمَةِ الإِخْلاصِ، و دِيْنِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صلى الله و سلَّم، و مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا، مُسْلِمًا وما كَان مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

অর্থ্যাৎঃ- আপনার অনুগ্রহে আমি সকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের আদর্শের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের উপর। তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন, তিনি মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন না। মুসনাদে আহমাদ: **১৫৩৬৭**

১৬। অথবা নিম্নের দোআ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে: سُبْحَانَ الله وَ بِحَمدِه. অর্থ্যাৎঃ- আল্লাহর প্রশংসার সমেত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

ফযিলতঃ এতে দুটি ফযিলত রয়েছে:

১। তার যাবতীয় গুনাহ মুছে দেয়া হবে, যদিও গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়ে থাকে।

২। যে ব্যক্তি সকালে **১০০** বার এবং সন্ধ্যায় **১০০** বার এই তাসবীহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন যে তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশি এই তাসবীহ পড়বে, সে ব্যতীত অন্য কেউ তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে না

১৭। অথবা নিম্নের দোআ পাঠ করবে:

لا إله إلا الله، وَحْدَه لا شَرِيكَ له، له الْمُلكُ وَله الحَمْدُ، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ

অর্থাৎ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নাই। তার জন্যই রাজত্ব, তার জন্যই সমস্ত প্রসংশা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

ফযিলত: যে ব্যক্তি দৈনিক এই দোআ একশত বার পাঠ করবে তার জন্য বড় বড় চারটি পুরস্কার রয়েছে,

(ক) সে দশ জন কৃতদাস মুক্ত করার সাওয়াব পাবে।

(খ) তার আমলনামায় **১০০**টি নেকী লেখা হবে।

(গ) তার **১০০**টি গুনাহ মাফ করা হবে।

(ঘ) ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। -বুখারী: **৩২৯৩**

১৮। অথবা দৈনিক ১০০ বার এই দোআ পাঠ করবে:

أستغفر الله و أتُوب إليه،

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে তাওবা করছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِني لأَسْتَغْفِرُ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوم مِائَةَ مَرَّةٍ.

'আমি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট ১০০ বার তাওবা ও ইস্তিগফার করি। -ইবনে মাযাহ: ৯২৫

১৯। নিম্নের দোআ সকালে পাঠ করবে:

اللهم إني أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، و رِزْقًا طَيِّبًا، و عَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দান করুন উপকারী জ্ঞান, হালাল ও পবিত্র রিযিক এবং এমন আমল যা আপনি কবুল করবেন। -ইবনে মাজাহ।

২০। নিম্নের দোআটি সকালে তিনবার পাঠ করবে:

سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ و زِنَةَ عَرْشِهِ و مِدَادَ كَلِمَاتِه.

অর্থাৎ: আল্লাহর প্রশংসা সমেত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তার সৃষ্টির সমপরিমাণ, তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, তার আরশের ওজনের সমপরিমাণ। তার বাণী লেখার কালি সমপরিমাণ। -মুসলিম:২৭২৬

২১। নিম্নের দোআটি সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে:

أعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ.

অর্থাৎ: আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের মাধ্যমে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সৃষ্টির সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে। -মুসলিম: ২৭০৮

উপরোক্ত যিকির সমূহ থেকে যে কোন একটি যিকির আদায় করলেই একটি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

অতএব, প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের উচিৎ সকাল-সন্ধ্যায় উপরোক্ত যিকিরসমূহ পাঠ করা, যাতে সুন্নাতের উপর আমল করে সীমাহীন সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

এ ছাড়াও, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী যেন উপরোক্ত যিকির সমূহের উপর একীন রেখে, ইখলাস সহকারে সেগুলো পাঠ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই যিকিরগুলোর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। যাতে নিজেদের জীবনে এক নতুন আলো উদ্ভাসিত হয়।

মানুষের সাথে সাক্ষাতের সুন্নাতসমূহ

১। সালম দেওয়া-নেওয়াঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলামের সবচেয়ে ভাল কাজ হল, ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া। -বুখারী:১২ ও মুসলিম: ৩৯

অন্য হাদীসে আছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ , ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَشْرٌ " . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ , فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : " عِشْرُونَ " ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : " ثَلاثُونَ. "

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, السلام عليكم রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সালামের জবাব দিলেন, এরপর লোকটি বসলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,- ১০ নেকী। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, السلام عليكم و رحمة الله রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন, এরপর লোকটি বসল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ২০ নেকী। এরপর আরো এক ব্যক্তি আগমন করলো এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে সালাম দিলো, السلام عليكم و رحمة الله و بركاته রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসার পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ৩০ নেকী। - আবু দাউদ: ৫১৯৫, তিরমিযী

* পরিপূর্ণ সালাম অর্থাৎ: অনেকে السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. না বলে শুধু মাত্র السلام বা السلام عليكم বলে থাকেন। এভাবে তারা ৩০টি নেকী অর্জন হতে বঞ্চিত হয়। নেকীর মূল্য অনেক। কারণ, প্রতিটি নেকী সর্বনিম্ন ১০ নেকীতে রুপান্তরিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য তার দশগুণ।

এই ভাবে প্রতিটি নেকীকে ১০ গুন করে বাড়িয়ে দেয়া হলে, সে ৩০০ নেকীর অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এর চেয়েও বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন।

* প্রিয় ভাই! আপনি সালাম দেওয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে السلام عليكم و رحمة الله و بركاته বলবেন। কেবল মাত্র السلام عليكم অথবা السلام عليكم و رحمة الله বলেই শেষ করবেন না। যাতে পূর্ণ ৩০ নেকী অর্জন করতে পারেন।

* একজন মুমিন-মুসলমান ব্যক্তির সাথে অন্য মুসলমানের দৈনন্দিন বহুবার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। যেমন, মসজিদে প্রবেশের সময় মুসল্লিদের সাথে বাড়িতে প্রবেশের সময় নিজ পরিবারের সাথে। এসব সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করলে সুন্নাত আদায়ের সাথে সাথে নেকীও অর্জন হবে।

* কোন মুসলিম ভাইয়ের নিকট হতে বিদায় নেওয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে সালাম দেওয়া। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ .

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ কোন মজলিসে পৌঁছলে সালাম দিবে। আবার যখন সেই মজলিস ত্যাগ করে চলে যাবে তখনও সালাম দিবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালামের জন্য যথেষ্ট নয়। -আবু দাউদ: ৫২০৮, তিরমিযী: ২৭০৬

* প্রতিদিন ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়া এবং মাসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় কমপক্ষে ২০ বার সালাম দেওয়ার সুযোগ হয়। আমরা যখন কাজের জন্য বের হই এবং রাস্তায় কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়, বা টেলিফোন-মোবাইলে কথা বলি, সে সময়ও অনেক বার সালাম দেওয়া নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

২। মুচকি হাঁসি:

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ .

অর্থাৎ, সামান্যতম ভাল কাজকেও অবহেলা করবে না; যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মত সাধারণ কাজ হয়ে থাকে। -মুসলিম: ২৬২৬

৩। মুসাফাহা:

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ ، إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا " .

অর্থাৎ: দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের সময় হাত মিলায়, (অর্থাৎ মুসাফাহ করে) তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দেন। -আবু দাউদ: ৫২১২

ইমাম নববী রহ. বলেন, প্রত্যেক বার সাক্ষাতে মুসাফাহ করা মুস্তাহাব।

অতএব, সালাম দিয়ে হাসি মুখে মুসাফাহ করলে আপনি ৩টি সুন্নাত একই সময়ে আদায় করতে পারলেন।

৪। ভালো কথা বলা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথাই বলে, নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। -সূরা আল ইসরা: ৫৩

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ: ভালো কথা বলাও সদকাহ। বুখারী, হাদীস নং-২৮২৭, মুসলিম।

ভালো কথা হল, যে কোন যিকির, দোআ, সালাম দেওয়া-নেওয়া এবং সত্যপ্রশংসা, উত্তম-উন্নত চরিত্র ও আচার-ব্যবহার বা ভাল কথা বার্তা, দ্বীনি আলোচনা, প্রশংসনীয় ও সুন্দর আদাব (শিষ্টাচার) এবং সুন্দরতম সকল কাজকর্ম। উত্তম বা ভাল কথা-বার্তা মানুষের মধ্যে যাদুর মত কাজ করে, মানুষের অন্তরকে আনন্দ দেয় এবং আত্মাকে প্রশান্ত ও শীতল করে।

অতএব, আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার পূর্ণ সময়টুকু ভাল কথাবার্তা দ্বারা সাজিয়ে নিয়েছেন কি? সুন্দর আচার-ব্যবহার দ্বারা জীবন পরিচালনা করছেন কি? আপনার স্বামী/স্ত্রী, সন্তানরা, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবগণ এবং আপনার বাসা-বাড়ীর কাজের লোকের সাথে আপনি কি সুন্দর আচার ব্যবহার করছেন, যারা আপনার নিকট হতে সুন্দর ও উত্তম ব্যবহারের আশা করে?

পানাহারের সুন্নাতসমূহ

*** খানা খাওয়ার পূর্বের ও খানা খাওয়ার সময়ের সুন্নাতসমূহ:**

১। বিসমিল্লাহ বলা।

২। ডান হাত দ্বারা খাওয়া।

৩। পাত্র থকে নিজের সামনের দিক হতে শুরু করা।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন আবূ সালামাকে পানাহারের আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন-

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

অর্থাৎ: হে বালক! তুমি বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনের দিক হতে খাও। মুসলিম: ২০২২

৪। হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে পরিষ্কার করে খাওয়া।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا

অর্থাৎ, তোমাদের কারো হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়।- মুসলিম: হাদীস নং-২০৩৩

৫। তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া:

হাদীসে বর্ণিত আছে:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা খানা খেতেন। -মুসলিম: হাদীস নং-২০৩২

৬। খাওয়ার সময় বসার দুটি পদ্ধতি:

ক. দুই হাটু এবং দুই পায়ের পিঠের উপর নতজানু হয়ে বসা।

খ. ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা।

হাফেজ ইবনে হাজার আল আসাকালানী "ফাতহুল বারী"তে এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন।

*** খানা খাওয়ার পরের সুন্নাতসমূহ:**

১। খানা খাওয়ার পর পাত্র এবং আঙ্গুল চেটে খাওয়া।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়ার পর হাতের আঙ্গুলসমূহ এবং প্লেট চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন,

إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِى أَيِّها الْبَرَكَةُ.

অর্থাৎ: বরকত কোথায় রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। -মুসলিম: ২০৩৩

২। খাওয়ার পর আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় "আলহামদুলিল্লাহ" বলা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

অর্থাৎ: বান্দা যখন আহার করে তখন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলে তিনি বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৩৪

৩। খানা খাওয়ার পর এই দোআ পড়া। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানা খাওয়ার পর পড়তেন,

االحَمْدُ لله الذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي و لا قُوَّةٍ.

অর্থাৎ: সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন এই খাদ্য এবং আমার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই আমাকে এই রিযিক দিয়েছেন। -মুসলিম: ৭১০৮

এই দোয়ার ফযিলত: যে ব্যক্তি এই দোআ পাঠ করবে তাকে সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দিবেন। -আবূ দাউদ: ৪০২৩

আমাদের প্রতদিন প্রায় তিন বেলা আহার করার প্রয়োজন হয়। তখন এই সুন্নাতগুলো আদায় করলে দৈনিক কমপক্ষে ১৫ টি সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। আর যদি এই তিন বেলার পাশাপাশি মাগরিবের পর বা আসরের পর অথবা অন্য সময়ে হালকা কিছু খাওয়ার অভ্যাস থাকে, সেক্ষেত্রে ১৫টির চেয়েও অধিক সুন্নাত আদায় করার সুযোগ রয়েছে ।

*** পান করার সুন্নাতসমূহ**

১। বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

২। ডান হাতে পান করা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন আবূ সালামাকে সম্বোধন করে বলেন-

يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

অর্থাৎ: হে বালক! তুমি বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনের দিক হতে খাও। মুসলিম: ২০২২

৩। পান করার সময় নিঃশ্বাস পাত্রের বাইরে ফেলা। তিন বার হালকা নিশ্বাস ফেলে পান করা অর্থাৎ একবারে পান না করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَنَفَّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلاَثًا

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বার হালকা নিঃশ্বাস ফেলে পান করতেন। -মুসলিম: ২০২৮

৪। বসে পান করা। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যেন দাড়িয়ে পান না করে। মুসলিম: ২০২৬

৫। পান করার পর الحمد لله বলা। রাসূল স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

অর্থাৎ: বান্দা যখন আহার করে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে, তিনি বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তদ্রূপ পানীয় পান করার পর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলে তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।-মুসলিম: ২৭৩৪

পান করার সময় দৈনন্দিন আমরা কমপক্ষে ২০ টি সুন্নাত আদায় করতে পারি। কখনো কখনো সুন্নাত আরো বেড়ে যায়, যখন আমরা যাবতীয় ঠাণ্ডা ও কোমল পানীয় পান করে থাকি। অবহেলার কারণে যেন আমাদের কাছ থেকে এসব সুন্নাত ছুটে না যায়।

আপন ঘরে নফল নামায আদায় করা

১। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ.

অর্থাৎ: ফরজ ব্যতীত অন্য নামায ঘরে আদায় করা উত্তম । -বুখারী: **৬১১৩, মুসলিম: ৭৮১**

২। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن ابن صهيب ، عن أبيه صهيب رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين

অর্থাৎ: মানুষের মাঝে নফল নামায আদায় করার চেয়ে আড়ালে আদায় করার সাওয়াব ২৫ গুণ বেশী। আল-মাত্বালিবুল আলিয়া: ৫৭৪

৩। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَضْلُ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

অর্থাৎ, জনসমাগমে নামায পড়ার চেয়ে আড়ালে নামায পড়ার তেমন ফজিলাত যেমন ফরযের ফজিলাত নফলের উপর। -তাবারানী

ফরয নামাযের আগে ও পরের সুন্নাতসমূহ, চাশতের , বিতরের , এ ধরণের আরো যেসব নফল নামায আছে, সেগুলো আমরা ঘরে আদায় করে সীমাহীন সওয়াবের অধিকারী হতে পারি। এতে সুন্নাতের উপরও আমল হয়ে যায়।

*** বাড়ীতে নফল আদায় করার ফায়দাঃ**

ক. পরিপূর্ণ নম্রতা (الخشوع) একনিষ্ঠতা (إخلاص) একাগ্রচিত্তে আদায় করা সম্ভব হয় এবং রিয়া (ইবাদতে লোক দেখানো ভাব) আসে না।

খ. বাড়ীতে নফল নামায আদায় করলে বাড়িতে রহমত নাযিল হয় এবং বাড়ী হতে শয়তান দূর হয়।

গ. দ্বিগুণ হতে বহুগুণ সাওয়াব হাছিল করা যায়, যেমন মসজিদে ফরয আদায় করলে বহুগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

মজলিস হতে উঠার সুন্নাত

মজলিস হতে উঠার সময় নিম্মোক্ত দোআটি পাঠ করা সুন্নাত। এটিকে কাফফারাতুল মজলিসও বলা হয়।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা সমেত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবু'দ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তাওবা করছি। -আবু দাউদ: ৪৮৫৯

আমরা অনেক সময়েই বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়ে থাকি। যেমন খাওয়া-দাওয়া, সভা-সমাবেশ, পরিচিত লোকের সাথে একান্তে কথা বলা, অনেক দিনের বন্ধুর সাথে আলাপচারিতা, শিক্ষাপ্রদানের মজলিস, আপন পরিবারের সাথে একত্রে খোশগল্প, চলার পথে পরিচিত জনের সাথে কথা-বার্তা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে আমরা জমায়েত হয়ে থাকি। এক্ষত্রে আমরা এ সুন্নাতটি আদায় করে অনেক সওয়াবের অধিকারী হতে পারি।

দোআটির নিগুঢ় রহস্যঃ

"সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা" অর্থ, 'পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা সমেত'। এতে আপনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনি তাওবা ও ইস্তিগফারকে নবায়ন করার জন্য পড়লেন "আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুউবু ইলাইকা" অর্থ, 'আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি।'এতে আপনি আপন অপরগতার কারণে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আর আপনি যখন "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা" বললেন, তখন আপনি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও তাওহীদকে স্বীকার করে ভবিষ্যতের জন্য সরল পথের পথিক হলেন। এভাবে আপনি আল্লাহ তাআলার তাওহীদের স্বীকারোক্তি ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা এবং তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে সারাদিনে সংঘটিত হওয়া যাবতীয় গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি মাফ চেয়ে নেওয়া এবং পরিশুদ্ধ হওয়ার এক মহা সুযোগ গ্রহণ করলেন।

নিদ্রায় যাওয়ার সময় সুন্নাতসমূহ

১। ঘুমের আগে এই দোয়াটি পড়বে:

بِاسْمِكَ اللهم أَمُوتُ و أَحْيَا.

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং আপনার নামেই জীবিত হব। -বুখারী: ৬৩১২

২। সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক সূরা নাস পাঠ করে দুই হাতের তালুতে করে ফুঁক দিবে, এরপর মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত শরীরের যতটুকু সম্ভব হয় হাত দ্বারা মুছে নিবে। এভাবে তিনবার করবে। -আবু দাউদ:

৩। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। -বুখারী: ৩২৭৫

আয়াতুল কুরসী পাঠ করার ফযিলত:

ক. সর্বদা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এক জন হেফাজতকারী (নিরাপত্তারক্ষী) তাকে পাহারা দিবে।

খ. শয়তান তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

৪। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .

অর্থাৎ: হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নামেই আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি এবং আপনার নামেই তা উঠাব। যদি ঘুমের মধ্যে আমার প্রাণবায়ু নিয়ে নেন তাহলে আপনি তার প্রতি রহম করুন। আর যদি ফিরিয়ে দেন তাহলে তাকে আপনি হেফাজত করুন। যেভাবে আপনার নেককার বান্দাদের রূহকে হেফাযত করে থাকেন।-বুখারী: ৬৩২০, মুসলিম: ২৭১৪

৫। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِى وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তাকে মৃত্যু দান করবেন। এর জীবন-মরণ সবই আপনার জন্য। যদি তাকে জীবিত রাখেন তাহলে তাকে হেফাজত করুন, আর যদি তাকে মৃত্যুদান করেন তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার নিরাপত্তা চাই। -মুসলিম: ২৭১২

৬। শোয়ার পর ডান হাত গালের নিচে রেখে তিনবার এই দোআটি পড়বে:

اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনঃজীবিত করবেন সেদিনের আজাব হতে আমাকে বাঁচান। -আবু দাউদ: ৫০৪৫ ও তিরমিযী: ৩৩৯৮

৭। শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহাদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে। - বুখারী: ৫৩৬২ ও মুসলিম: ২৭২৮

৮। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُئْوِىَ.

অর্থাৎ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান, আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ দুনিয়াতে বহু মানুষ এমন রয়েছে, যাদের দয়া প্রদর্শনকারী এবং কোন আশ্রয় দানকারী নেই। -মুসলিম: **২৭১৫**

৯। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি **১**বার পড়বে:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

অর্থাৎ, হে আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রাকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানের অধিকারী- আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। আপনি সব কিছুর প্রতিপালক, সবকিছুরই মালিক, আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপন প্রবৃত্তি থেকে, শয়তান ও তার সহযোগীদের অনিষ্ট থেকে এবং নিজের উপর ক্ষতিকর কোন কিছু প্রয়োগ করা থেকে এবং কোন মুসলমানকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপণ থেকে। তিরমিযি: হাদীস নং-৩৫৯৮, আবু দাউদ।

১১। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার দেওয়া যাবতীয় বিধানের কাছে সঁপে দিলাম। আমার সকল বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার পৃষ্ঠকে আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম। এসব কিছু করলাম আপনার শাস্তির ভয়ে এবং আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এবং মুক্তিরও উপায় নেই । আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এবং যে নবীকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম। -বুখারী: ৬৩১৩, মুসলিম: ২৭১০

১০। অথবা নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ إقض عنا الدين وأغننا من الفقر

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! সাত আসমান, যমীন এবং আরশে আযীমের প্রতিপালক! হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! বীজ ও শস্যদানা হতে উদ্ভিদ সৃষ্টিকারী! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন অবতীর্ণকারী! আমি আপনার নিকট আপনার হাতের মুঠোয় আয়ত্বাধীন প্রতিটি সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আপনি সর্বপ্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই নেই এবং ছিল না, আপনিই সর্বশেষ বিরাজমান থাকবেন, আপনিই প্রভাবশালী, আপনার উপর আর কেউ নেই, আর আপনিই প্রকাশ্য, আপনিই গোপন। আপনি আমাদের ঋণ হতে পরিত্রাণ দান করুন এবং দারিদ্রতা দূর করে দিন।

১১। সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত পাঠ করবেঃ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থাৎ, রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর আদায়কর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের আদায়কর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তার উপর তাই বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের আদায়কর্তা! আমাদের উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর করেছেন। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভূ। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। -সূরা বাকারা: ২৮৫-২৮৬

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, من قرأ بهما من ليلة كفتاه অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই দুই আয়াত রাতে পাঠ করবে, তার জন্য এই আয়াত দু'টিই যথেষ্ট হবে। -বুখারী, হাদীস নং- ৪৭৫৩, মুসলিম।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করবে আয়াত দু'টি ঐ রাতের যাবতীয় বিপদাপদ ও শয়তানী অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে তার জন্য যথেষ্ট হবে। -বুখারী: ৫০০৯, মুসলিম: ৮০৭

ইমাম নববী বলেন, আলেমগণ 'যথেষ্ট হবে' কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন: কেউ বলেছেন, আয়াত দুটি ঐ রাতের তহাজ্জুদ নামায আদায়ের স্থলাভিসিক্ত হবে। আবার কেউ বলেছেন, এই আয়াত দুটি পাঠ করলে আল্লাহর হুকুমে যাবতীয় অনিষ্টতা ও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। আবার কেউ বলেছন, এখানে উভয়টি উদ্দেশ্য।

১২। ওযু অবস্থায় ঘুমাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

'তুমি যখন শয্যাস্থলে ঘুমাতে আসবে তখন নামাযের ওযুর মত ওযু করে নিবে।' -মুসলিম: ২৭১০

১৩। ডান কাত হয়ে ঘুমাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

ثُمَّ اضْطَجِع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

'অঃতপর তুমি ডান কাত হয়ে শুবে।' -বুখারী: ২৪৭, মুসলিম: ২৭১০

১৪। ডান হাতটিকে ডান গালের নিচে রেখে ঘুমাবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাবার সময় ডান হাতকে ডান গালের নিচে রাখতেন। -আবু দাউদ: ৫০৪৫

৬। বিছানা ঝেড়ে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ.

অর্থাৎ: তোমাদের কেউ বিছানায় গেলে 'বিসমিল্লাহ' বলে চাদরের (বা যে কোন কাপড়ের) আচল দ্বারা বিছানা ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিবে। কেননা, সে তো জানেনা যে, তার বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কোন ধুলোবালি বা ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিছানায় এসেছে কিনা? -বুখারী: ৬৩২০ ও মুসলিম: ২৭১৪

৭। সূরা কা-ফিরূন পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, فإنها براءة من الشرك. অর্থাৎ: এ সূরায় শিরিক থেকে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা রয়েছে। -আবু দাউদ: ৫০৫৫

ইমাম নববী রহ. বলেন, উত্তম হল, উপরোক্ত দোআসমূহের সবগুলো পাঠ করা। যদি সম্ভব না হয় তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দোআসমূহ পাঠ করবে।

মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ দিনে ও রাতে দুইবার ঘুমিয়ে থাকে। উপরে বর্ণিত সুন্নাত মাফিক দোআসমূহ বা কিছু সংখ্যক দোআ দুই বার পাঠ করবে। কেননা, উপরে বর্ণিত দোআসমূহ শুধুমাত্র রাতের ঘুমের সময়ই পাঠ করতে হবে, এমনটি নয়; বরং দিনের বেলায় ঘুমালেও এই দোআগুলো পাঠ করা সুন্নাত। কেননা, উপরে বর্ণিত দোআ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ শুধুমাত্র রাতে ঘুমানোর পূর্বে পাঠের জন্য নির্ধারিত নয়; বরং যে কোন সময়ে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে দোআগুলো যথাসাধ্য পাঠ করার চেষ্টা করবে।

উপরে বর্ণিত দোআসমূহ পাঠ করার ফায়দা

১। ঘুমানোর সময় উপরোক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করলে আমল নামায় ১০০ সাওয়াব লেখা হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ: আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের জন্য এমন বিষয় নির্ধারণ করেন নি, যার মাধ্যমে তোমরা সদকা করবে? নিশ্চয়ই প্রতিবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়লে একটি সদকার সাওয়াব, তদ্রূপ প্রতিবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লে একটি সদকার সাওয়াব আর প্রতিবার 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' পড়লে একটি সদকার সাওয়াব রয়েছে। -মুসলিম: ১০০৬

* আল্লামা নববী রহ. বলেন, ঘুমের পূর্বে উপরোক্ত তাসবীহ পাঠকারীর জন্যও অনুরূপ সাওয়াব রয়েছে।

২। যে ব্যক্তি নিয়মিত ঘুমের পূর্বে উপরোক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করবে জান্নাতে তার জন্য ১০০টি গাছ রোপণ করা হবে। (এ সম্পর্কিত হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।)

৩। যে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে উপরোক্ত দোআসমূহ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে হিফাযতে রাখবেন, তার কাছ থেকে শয়তান দূর হয়ে যাবে এবং যাবতীয় শয়তানী অনিষ্টতা ও বিপদাপদ হতে সে নিরাপদ থাকবে।

৪। ঘুমানোর আগে তাসবীহাত আদায় করা মানে- বান্দা যেন তার এ দিনটি আল্লাহর যিকির, তাঁর আনুগত্য, তাঁর উপর ভরসা, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তাঁর একত্ববাদের (তাওহীদের) স্বীকৃতি দিয়ে শেষ করল।

সর্বকাজে সাওয়াবের নিয়ত করা

যে কোন বৈধ, শরীয়ত অনুমোদিত কাজ এবং ভাল কাজ সওয়াবের নিয়তে করা।

জেনে রাখুন! আমরা ঘুম, খাওয়া, পান করা, রিযিকের সন্ধানে কাজকর্মসহ যাবতীয় দুনিয়াবী স্বাভাবিক কাজ-কর্ম (যেগুলিকে আমাদের শরীয়তে মুবাহ তথা বৈধ বলা হয়) সেগুলো করার সময় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের নিয়ত করলেই অসংখ্য অগণিত নেকী লাভ করতে পারি। কারণ সওয়াবের নিয়তের দরুণ যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ....

অর্থাৎ: যাবতীয় কর্মের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তদনুযায়ী তার ফলাফল ভোগ করবে। বুখারী: **১**, মুসলিম: **১৯০৭**

মনে করুন: ফজরের নামায অথবা শেষরাতে উঠে নামায পড়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি এশার নামাযের পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে ঐ ব্যক্তির ঘুম ইবাদতে পরিণত হবে অর্থাৎ তার এই তাড়াতাড়ি ঘুমানোর জন্য সে যতক্ষণ ঘুমের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার আমলনামায় সাওয়াব লেখা হবে। যদিও ঘুম একটি মুবাহ কাজ ও দুনিয়াবী কাজ তবুও ভাল নিয়ত ও নামাযের নিয়ত করে তাড়াতাড়ি নিদ্রা যাওয়াতে এই নিদ্রায়ও সাওয়াব অর্জন হবে।

একই সময় একটি ইবাদতের সাথে আরও কয়েকটি ইবাদত সংযুক্ত করা

যারা সময়ের প্রতি যত্নবান হন ও সময়ের মূল্যায়ন করেন তারাই কেবল এক সময়ে একাধিক ইবাদতের প্রতি আগ্রহী ও নিবেদিত হয়। আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করতে পারি। যেমন,
* মসজিদে যাওয়া একটি ইবাদত। এই ইবাদতে রয়েছে বিশাল সওয়াব। এস্থলে দুই বা তদোর্ধ ইবাদত করা যায়:

(ক) আপনি মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন, এটি একটি ইবাদত।

(খ) অপরদিকে চলতে চলতে আল্লাহ তাআলার যিকির করলেন অথবা তসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর বা তাহলীল পাঠ করতে করতে মসজিদের দিকে চললেন, এতে একটি ইবাদতের সাথে আরো কিছু ইবাদত একই সঙ্গে একই সময়ে আদায় করে বিশাল সওয়াবের অধিকারী হতে পারলেন।

* কোন ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে কোন মুসলমান ভাই হাজির হলে ২ বা তদোর্ধ ইবাদত করা যায়:

(ক) ওলীমা অনুষ্ঠানে হাজির হওয়াটা একটি ইবাদত।

(খ) ওলীমা অনুষ্ঠানে আপনি যতক্ষণ উপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ মানুষের মাঝে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং মানুষ যাতে আল্লাহর দ্বীনে পরিপূর্ণ ভাবে দীক্ষিত হতে পারে সে জন্য দাওয়াতী কাজ করতে পারেন। অথবা আপনি অধিক পরিমাণে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর পড়তে পারেন। এতে একটি ইবাদত করার সময় আপনি একাধিক ইবাদত করে আপনার মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে পারেন। এমন আরো অনেক পদ্ধতি হতে পারে।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করা

১। আল্লহর ইবাদতের মূল ভিত্তিই হল আল্লাহর যিকির। কেননা সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের পরিচয় হল যিকির। আয়শা রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন। -মুসলিম: ৩৭৩

অতএব, আল্লাহর সাথে সর্বদা সম্পর্ক রাখাই প্রকৃত জীবন। বিপদ-আপদ, সুস্থ-অসুস্থ সকল অবস্থায় আল্লহর নিকট প্রার্থনার মধ্যেই রয়েছে মুক্তি। আল্লাহর নৈকট্য লাভের মধ্যেই রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টি ও সফলতা। আর আল্লাহ তাআলা হতে দূরে থাকা ভ্রষ্টতা ও উভয় জাহানে নিজেকে সমূহ ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।

২। মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তুই হল আল্লাহর যিকির। মুমিন বান্দা আল্লাহর যিকির করে আর মুনাফিক আল্লাহর যিকির করে না।

৩। শয়তান কোন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তবে যখন মানুষ আল্লাহর যিকির হতে গাফেল হয় তখন মানুষকে শয়তান বিপথগামী করে।

৪। ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জনের পথ হল আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থাৎ: (আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের দিকে পথ দেখান) যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রেখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি অর্জন হতে পারে। সূরা রা'দ: ২৮

৫। যিকিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি সদা-সর্বদা করার সুযোগ রয়েছে। জান্নাতবাসীরা কোন কিছুর জন্যই আফসোস করবে না; তবে সে সময়টুকুর জন্য আফসোস করবে, যে সময়টুকু তাদের দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর যিকির ছাড়া কেটেছে। সদা সর্বদা যিকির করা মানে সদা-সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

ইমাম নববী রহ. বলেন: ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, ঋতুবর্তী মহিলা ও প্রসুতি নারী এবং যাদের উপর গোসল ফরয হয়েছে অথবা ওযুর প্রয়োজন হয়েছে তাদের সবার জন্য অন্তরে অন্তরে অথবা আওয়াজ করে আল্লাহর যিকির বা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরুদ পড়তে পারেন। এমন কি দোয়াও করতে পারবেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার যিকির করে আল্লাহ তাআলাও ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ: অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব... । -সূরা বাকারা ঃ ১৫২

পৃথিবীর রাজা বাদশাদের কেউ যদি কোন মানুষের কথা তার রাজদরবারে আলোচনা করে এবং তার প্রশংসা করে, তাহলে সে সীমাহীন খুশি হয়, তাহলে যিনি মালিকুলমুলক, রাজাধিরাজ তিনি যদি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দরবারে কারো প্রশংসাসুচক আলোচনা করেন তাহলে তার খুশীর আর কি কোন সীমা থাকার কথা?

* আল্লাহর মহত্ত্ব উপলব্ধি না করে, উদাসীন হয়ে কোন শব্দ বা বাক্যকে বারবার মুখে উচ্চারণ করার নাম যিকির নয়; বরং মৌখিক যিকিরের সাথে সাথে তার অর্থের প্রতি ধ্যান-খেয়াল করাও আবশ্যক। যাতে অন্তরে উক্ত যিকিরের নূর প্রতিম্বিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

অর্থাৎ: আর আপনি মনে মনে আপন আদায়কর্তাকে স্মরণ করতে থাকুন, সকাল-সন্ধ্যায়, বিনম্র ও ভয়-ভিতি নিয়ে, মৌখিক যিকিরে অনুচ্চস্বরে। আর আপনি গাফেলদের অর্ন্তভুক্ত হবেন না। (আল আ'রাফ: ২০৫)

আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়া

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ ، وَلا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ .

অর্থাৎ: 'তোমারা আল্লাহর নেয়ামতরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা কর, আল্লাহ তাআলার সত্ত্বাকে নিয়ে নয়। -তাবারানী

একজন মুমিনের জীবনে আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ সর্বক্ষণই বিরাজমান। বহু ক্ষেত্রে, বহু স্থানে, বহু পরিস্থিতিতে, বহু পর্যায়ে সে আল্লাহর নেয়ামত লাভ করে এবং এমন সব নেয়ামত লাভ করে যার কোন শেষ নেই। আমাদের জন্য আবশ্যক হল, তাঁর নেয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করা, তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর শোকর আদায় করা।

উদাহরণত:

১। আপনি যখন মসজিদের দিকে যান তখন আপনার এই যাওয়াটা একটা নেয়ামত। কারণ আপনার পাশের লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন যে, সে এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময়, আপনার আশ-পাশের মানুষগুলো মরা মানুষের মত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আর আল্লাহ তাআলা আপনাকে মসজিদে যাওয়ার নেয়ামত দান করেছেন। একটু ভেবে দেখুন তো!

২। রাস্তায় চলছেন, তখন অতি মনোরম ও সুন্দর সুশোভিত দৃশ্য দেখে কি আল্লাহর নেয়ামত উপলব্ধি করবেন না? আপনি চলন্ত অবস্থায় দেখছেন যে, অমুক ব্যক্তির গাড়ী উল্টে গেছে বা আহত হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার দেহ। আর আপনি নিরাপদ। এমন মহান নেয়ামত নিয়ে একটু ভেবে দেখুন তো!

৩। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তো সে-ই যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের স্মরণ সর্বদা বিরাজমান। চাই সে সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, বিপদগ্রস্থ বা বিপদমুক্ত। অথবা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে যে অবস্থায় রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদ ও রোগ ব্যধিগ্রস্থ মানুষকে দেখলে বলবে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانَا مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ

অর্থাৎ: আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি তোমাকে যে বিপদে পরীক্ষা করছেন, ঐ বিপদ হতে আমাকে পূর্ণ সুস্থ রেখেছেন এবং তার বহুসংখ্যক সৃষ্টির মধ্যে হতে আমাকে (সুস্বাস্থ্যের) নেয়ামতের জন্য প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাসূল স. বলেন, এই দোআপাঠ কারী ব্যক্তি কখনো এমন বিপদে আক্রান্ত হবে না। -তিরমিযী: ৩৪৩২

প্রত্যেক মাসে কোরআন খতম করা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আমার রাযি. কে বলেন, اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ অর্থাৎ: প্রত্যেক মাসে কোরআন খতম করো। -বুখারী: ১৯৭৮

প্রতি মাসে কোরআন খতম করার সহজ পদ্ধতি: প্রত্যেক নামাযের আনুমানিক ১০ মিনিট আগে মসজিদে এসে দুই পাতা (৪ পৃষ্টা) কোরআন তেলাওয়াত করুন। নামাযের আগে শেষ করতে না পারলে নামাযের পরে শেষ করুন। এভাবে প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ১০ পাতা তথা ২০ পৃষ্ঠার এক পারা কোরআন তেলাওয়াত হয়ে যাবে। এভাবে প্রতি মাসে আপনি খুব সহজেই কোরআন শরীফ খতমে সক্ষম হবেন।

وختامًا أسأل الله أن يحيينا على سنة رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم وأن يميتنا عليها، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থন করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে রাসূল স. এর সুন্নাতের উপর জীবিত রাখেন এবং তার সুন্নাতের উপরই মৃত্যু দান করেন। আমীন!!!